# সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৫তম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ জ্যৈষ্ঠ-১৪২৮, মে-জুন, ২০২১ ❑ পৃষ্ঠা ৮



বরিশালে ভাসমান কৃষির মাঠ .... ২ | তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার .... ৩ | সাভারে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি .... ৪ | নিরাপদ সবজি ও ফল রপ্তানির .... ৫ | মিঠাপুকুরে ভর্তুকি মূল্যে ধান .... ৬


## মাশরুমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রকল্প গ্রহণসহ সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

মাশরুমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ও সারা দেশে মাশরুমের চাষ সম্প্রসারণ করতে প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলছে জানিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, দেশে অর্থকরী ফসল মাশরুম চাষের সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে হবে। ইতোমধ্যে মাশরুমের উন্নত জাত ও চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। এখন সারা দেশে দ্রুততার সাথে কৃষক ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করা প্রয়োজন। সেজন্য, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলছে। পাশাপাশি অন্যান্য উদ্যোগও অব্যাহত আছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৬ জুন ২০২১ রবিবার সাভারে মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে মাশরুম চাষি ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও নানান প্রণোদনার ফলে বিগত ১২ বছরে কৃষিতে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সরকারের এখন লক্ষ্য কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও লাভজনক করা এবং সকলের জন্য পুষ্টিসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে মাশরুমের সম্ভাবনা অনেক। এটির চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করতে পারলে তা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে

*এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২*

## কৃষিযন্ত্র কেনার জন্য কৃষককে ঋণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনলাইনে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, অঞ্চলভেদে ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে কম্বাইন হারভেস্টার, রিপারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদেরকে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু ভর্তুকি দেয়ার পরও একটি কম্বাইন হারভেস্টার কিনতে ১০-১৫ লাখ টাকা কৃষককে দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে কৃষক যন্ত্র কিনতে পারে না। অন্যান্য কৃষিযন্ত্রের বেলায়ও একই ঘটনা।

*এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*

## ফেনীতে অনুষ্ঠিত হলো তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন প্রকল্পের আঞ্চলিক কমর্শালা

*কমর্শালায় বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়*

দেশের ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস এবং দেশে ভোজ্যতেল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণের অংশ হিসেবে দেশের ৬৪ টি জেলার ২৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প। সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ৫ মে ২০২১ ফেনীতে এক আঞ্চলিক কমর্শালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমর্শালায় সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

*এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*

## বরিশালে ভাসমান কৃষির মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

*অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ড. মো. নাজিরুল ইসলাম, মহাপরিচালক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট*

ভাসমান কৃষির আধুনিক প্রযুক্তির ওপর কৃষক মাঠ দিবস ২২ মে ২০২১ বরিশালের আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বলেন, দেশের অতিরিক্ত মানুষের খাবার যোগাতে চাই আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ানো। আর এ জন্য দরকার জলমগ্ন এলাকা আবাদের আওতায় আনা। এসব স্থানে ভাসমান পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন হবে। পাশাপাশি হবে পুষ্টি ও খাদ্য নিশ্চিতকরণ।

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রফি উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএআরআই'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. এস এম শরিফুজ্জামান, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. কামরুল হাসান এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. তাওফিকুল আলম। গেস্ট অব অনার ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক-কৃষানি উপস্থিত ছিলেন।

*নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

## পার্বত্য অঞ্চলে তেলজাতীয় ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ

তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকার আয়োজনে গত ০৬ জুন ২০২১ দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালা ডিএই রাঙ্গামাটি অঞ্চল কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: নাসিম হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকার প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো:জসীম উদ্দিন।

প্রধান অতিথি বলেন, ভূ-প্রাকৃতিক কারণে পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্যান ফসলের চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভব হলেও তেলজাতীয় ফসলের আবাদ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে এবং তেল ফসলভিত্তিক মিশ্র/সাথী ফসল চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা গেলে এ অঞ্চলে তেলজাতীয় ফসলের আবাদ উল্লেযোগ্য হারে বাড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কিনোট পেপার উপস্থাপন করেন, বিশেষ অতিথি প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো: জসীম উদ্দিন। এ সময় তিনি দেশে বর্তমানে তেলজাতীয় ফসলের আবাদ, উৎপাদন, চাহিদা পরিস্থিতি এবং প্রকল্পের আওতায় তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় রাঙ্গামাটি অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং প্রগতিশীল কৃষক-কৃষানিরা অংশগ্রহণ করেন।

*কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, ঢাকা*

## মাশরুমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রকল্প

*প্রথম পাতার পর*

বড় ভূমিকা রাখতে পারবে। দেশে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছে যারা চাকরির জন্য চেষ্টা করছে। তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা করতে পারলে মাশরুমের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি হবে। অন্যদিকে, মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হওয়ায় সহজেই মানুষের পুষ্টি চাহিদার অনেকটা পূরণ হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো: এনামুর রহমান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, সাভার উপজেলা চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল আলম রাজিব, পৌর মেয়র আব্দুল গণি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সারা দেশ থেকে মাশরুম চাষি ও উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

'বাংলাদেশে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা, সুযোগ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক ফেরদৌস আহমেদ। উল্লেখ্য, মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে মাশরুমের ১৬২টি জাত দেশে এনেছে এবং সেগুলো দেশে চাষের উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। দেশের পাহাড়ি ও বনাঞ্চল থেকেও ১৪০টি জাত সংগ্রহ করেছে। এছাড়া, ইনস্টিটিউটে মাননিয়ন্ত্রণ ও মান নিশ্চিতকরণে আধুনিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাবে মাশরুমের পুষ্টি ও ঔষধিগুণসহ ভিটামিন, মিনারেল প্রভৃতি নির্ণয় করা হচ্ছে।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

## রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলের লালমাটিতে চাষ হচ্ছে ত্বীন ফল

ত্বীন ফল, মিসরীয় ডুমুর ফল। এই ফলের চাষ এখন রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলখ্যাত গোদাগাড়ী উপজেলার ঈশ্বরীপুর গ্রামে চাষ হচ্ছে।

রাজশাহী জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায়, গোদাগাড়ী উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তারা বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষিতে এনেছে বৈচিত্র্য। কারণ এই অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিনে দিনে নেমে যাচ্ছে। তাই চাষাবাদে খরাসহিষ্ণু ফসলের তালিকায় এবার রাজশাহীতে যোগ হয়েছে মিশরের 'ত্বীন' ফল।

গোদাগাড়ী উপজেলা কৃষি অফিসার শফিকুল ইসলাম বলেন, খাদ্যমান বা পুষ্টিগুণের জন্য এ ফল পৃথিবী বিখ্যাত। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান। এই ফল ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ, শ্বাসকষ্ট, ত্বক সমস্যা

*এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১*

# তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার কৃষি অর্থনীতির চাকাকে আরো গতিশীল করবে

*অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়*

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেছেন, প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিক কৃষি তথ্য কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে কৃষিতে অনেক বেশি সুফল আসবে। তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করতে পারলে কৃষি অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল হবে এবং স্মার্ট কৃষিতে পরিণত হবে।

রাজধানীর খামারবাড়িতে ৯ জুন ২০২১ বুধবার কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে 'করোনাকালীন কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তি বিস্তারে করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সিনিয়র সচিব বলেন, কৃষিতে আমাদের ব্যাপক সফলতা রয়েছে। কৃষির এ সফলতা এখন সর্বজনীন স্বীকৃত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবুজ বিপ্লব ডাক দেয়ার ফলেই আজ কৃষির এ সফলতা উন্নীত করতে পেরেছি। কৃষিতে নানামুখী চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের খাদ্য উৎপাদন চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকার করোনকালীন কৃষি উন্নয়নের অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে নানামুখী প্রণোদনা কার্যক্রম চালু রেখেছে। সরকারের সক্ষমতা পরিবর্তন হচ্ছে, মধ্যম আয়ের দেশ অর্জন হয়েছে। ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে উপনীত হওয়ার কার্যক্রমও বাস্তবায়ন হচ্ছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিসকে আরো শক্তিশালীকরণের বিষয়ে সিনিয়র সচিব বলেন, কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এটি আরো উন্নত ও আধুনিক হতে হবে। কৃষিতে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে কৃষি টিভি, কমিউনিটি রেডিও স্থাপন প্রকল্প এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে রিভিজিট বাস্তবায়ন করে কৃষি তথ্য সার্ভিসকে আরো আধুনিকায়ন করা হবে। যাতে করে কৃষকের দোরগোড়ায় দ্রুততম সময়ে তথ্য সেবা পৌঁছে যেতে পারে। কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং কৃষিকে স্মার্ট করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সব সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

সেমিনারে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ টেলিভিশন মাটি ও মানুষের উপস্থাপক মো. রেজাউল করিম সিদ্দিক। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচক ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপিএ পুলের সদস্য ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ড. মো. হামিদুর রহমান। কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, তথ্য অফিসার (পিপি), কৃষি তথ্য সার্ভিস। সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার মিডিয়া ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

*কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা।*

# মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের কৃষিতে অভূতপূর্ব সফলতা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উত্তরণ ও সলিডারিডাড এর যৌথ উদ্যোগে এবং সাসটেনেবল এগ্রিকালচার, ফুড সিকিউরিটি এন্ড লিংকেজ সফল-২ প্রকল্পের আওতায় ৩০ মে ২০২১ খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলাধীন ভিলেজ সুপার মার্কেটে প্রকল্পধীন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উদ্যোক্তা ও কৃষক-কৃষানিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত

*সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল*

স্বপ্ন ছিল ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশের কৃষিতে অভূতপূর্ব সফলতা এসেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে সবচেয়ে বড় সাফল্য একমাত্র কৃষিতে রয়েছে। উন্নয়নের এ ঈর্ষণীয় সাফল্যের ফলে সারা বিশ্বে চাল উৎপাদনে আমরা ৪র্থ স্থান থেকে ৩য় ধাপে এসে পৌঁছেছি। সারা পৃথিবীর বিস্ময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের সক্ষমতা সব ক্ষেত্রে বাড়ার ফলে আজ দেশের মাথাপিছু আয় ২২২৭ ডলারে পৌঁছেছে ও শ্রীলংকাকে ঋণ প্রদান করছি। কৃষি আজ একটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়ানোর ফলে এসব সম্ভব হয়েছে। তিনি সফল প্রকল্প ও সলিডারিডাডের মাধ্যমে খুলনার ডুমুরিয়া থেকে প্রথম বারের মতো সবজি রপ্তানির জন্য ধন্যবাদ জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া ঢাকার সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইন্দু ভূষণ রায়। অন্যদের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ, সলিডারিডাডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রকল্পধীন কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ উদ্যোক্তাসহ শতাধিক কৃষক-কৃষানি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষকের সাথে থাকুন
কৃষকের পাশে থাকুন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টারে উৎপাদিত বিশ্বের সবচেয়ে দামি আম জাপানিজ মিয়াজাকি বা সূর্যডিম আম ২৫ মে ২০২১ সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি মহোদয়ের কাছে হস্তান্তর করেন প্রকল্প পরিচালক ড. মো: মেহেদী মাসুদ।

*কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা*

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশের অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় ফল উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি কর্তৃক আয়োজিত অবহিতকরণ কর্মশালা ৬ জুন ২০২১ আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটোরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

*কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা*

## রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলের লালমাটিতে চাষ

*দ্বিতীয় পাতার পর*

ও আয়রন। এই ফল ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ, শ্বাসকষ্ট, ত্বক সমস্যা সারাতে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। এটি অত্যন্ত উচ্চমূল্যের ফল এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তিনি শিক্ষিত বেকার যুবকদের ত্বীন ফল চাষে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অতনু সরকার বলেন, এই ফল চাষ করতে বেলে দো-আঁশ মাটি অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু গোদাগাড়ির মাটি আঠালো হওয়ায় এখানে ভিন্ন পদ্ধতিতে চাষ করতে হয়। অক্টোবর নভেম্বর মাসের দিকে এর চারা রোপণ করা ভাল। গাছের গোড়ায় কোনভাবেই পানি জমতে দেয়া যাবে না। কারণ এই ফল গাছ পানি সহ্য করতে পারেনা। ত্বীন গাছে প্রকাশ্যে ফুল লক্ষ্য করা যায় না। সরাসরি ডুমুরের মতো ফল আসে। এই ফল গাছ রোপণের ছয় মাস পর থেকে ফল আসা শুরু হয়। আর একটানা ৩৫ বছর পর্যন্ত এর ফল উত্তোলন করা যায়। এই গাছে তেমন কোন রোগবালাই হয় না।

*মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী*

## সাভারে কৃষি তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঢাকা জেলার সাভারের মুশুরীখোলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে (এআইসিসি) কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকা এর আয়োজনে এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এর আর্থিক সহযোগিতায় ১২-১৩ জুন ২০২১ দুই দিনব্যাপী কৃষি তথ্য প্রযুক্তির বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

*অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জনাব তুষার কান্তি সমদ্দার প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস*

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব তুষার কান্তি সমদ্দার, প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস।

প্রধান অতিথি বলেন, কৃষির সঙ্গে এদেশের মানুষ ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। কৃষি প্রতিবন্ধকতাকে জয় এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের কৃষিকে আধুনিকভাবে সুসজ্জিত করতে হবে। তার জন্য তথ্য প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। আর কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মিডিয়া ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে উন্নয়ন মূলক প্রচার প্রচারণার কাজটি করে আসছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম মোল্লা, প্রাক্তন উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। আরো উপস্থিত ছিলেন সাভার উপজেলা কৃষি অফিস ও কৃষি তথ্য সার্ভিস ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। উল্লেখ্য ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার জয়ঘোনা এআইসিসি, ধামরাই উপজেলার রঘুনাথপুর এআইসিসি এবং সাভার উপজেলার মুশুরীখোলা এআইসিসি সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

*কৃষিবিদ অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা ঢাকা*

পাবনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০২০-২১ অর্থবছরে"তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের" আওতায় ২০-২২ মে ২০২১ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আব্দুল কাদের। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ মো: লোকমান হোসেন।

*আশিষ তরফদার, কৃতসা, পাবনা*

# নিরাপদ সবজি ও ফল রপ্তানির অন্যতম কার্যক্রম উত্তম কৃষি চর্চা

*অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়*

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন "ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল এবং সবজি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ কর্মসূচি" কর্তৃক আয়োজিত "আঞ্চলিক কর্মশালা" ৬ জুন ২০২১ আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিল্‌কী অডিটোরিয়াম ফার্মগেট ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ উইং), কৃষি মন্ত্রণালয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ হামিদুর রহমান, এপিএ পুলের সদস্য, কৃষি মন্ত্রণালয়। এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ কে এম মনিরুল আলম, পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। আয়োজিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। উক্ত কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষিবিদ বশির আহম্মদ সরকার, অতিরিক্ত পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা। উপজেলা কৃষি অফিসারগণ ও উপপরিচালকগণ চলমান অর্থবছরের বিভিন্ন কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। কর্মসূচি পরিচালক জনাব মোঃ রাজু আহমেদ তার কারিগরি উপস্থাপনায় কর্মসূচির উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন অগ্রগতি, উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা (GAP), বাজারজাতকরণ নিয়ে আলোচনা করেন। কৃষকের বাজার, মানিক মিয়া এভিনিউ, যা প্রত্যকে সপ্তাহে শুক্র ও শনিবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হয় যেখানে কর্মসূচি এলাকার চাষীগণ নিয়মিত শাকসবজি ও ফলমূল সরবরাহ করে বাড়তি মুনাফা অর্জন করছেন বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সফল কৃষানি/নারী উদ্যোক্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

*কৃষিবিদ মোঃ রাজু আহমেদ, কর্মসূচি পরিচালক, ডিএই*

# সিলেটে আঞ্চলিক গবেষণা ও সম্প্রসারণ পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিআরআই, সিলেটের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর এর অর্থায়নে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সিলেটে দু'দিন ব্যাপী 'আঞ্চলিক গবেষণা ও সম্প্রসারণ পর্যালোচনা এবং কর্মসূচি প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা শুরু হয়েছে। ৩০ মে রবিবার সকাল ১০টায় সিলেটের চন্ডিপুলস্থ আঞ্চলিক মৃত্তিকা গবেষণা ইনষ্টিটিউটে কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জয়দেবপুর, গাজীপুরের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. এস.এম. শরিফুজ্জামান।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের কৃষি উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ঘাটতি মেটাতে বেশি করে চাষাবাদ করতে হবে। অনাবাদী জমি আবাদের আওতায় আনতে হবে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালাকে সামনে রেখে প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে সকলকে এক যোগে কাজ করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ জনাব দিলীপ কুমার অধিকারী'র সভাপতিত্বে ও বিএআরআই (ওএফআরডি) সিলেটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মাহমুদুল ইসলাম নজরুল এর পরিচালনায় কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরএআরএস, বিএআরআই, মৌলভীবাজারের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জুলফিকার আলী ফিরোজ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট এর উপ পরিচালক কৃষিবিদ জনাব মো. সালাহ্উদ্দিন। এছাড়াও কর্মমালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

*আ.ন.ম বোরহান উদ্দিন ভূঞা, কৃতসা, সিলেট*

# কুমিল্লা সদরে বারি সরিষা-১৪ এর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

''কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়)'' প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে স্থাপিত সরিষা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর আওতায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), আদর্শ সদর, কুমিল্লা এর বাস্তবায়নে ১৯ মে ২০২১ আদর্শ সদর বড় আলমপুর, বারি সরিষা-১৪ এর কৃষক মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন অনুষ্ঠিত হয়। রিভিউ ডিসকাশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মোঃ আবুল কালাম আজাদ ভূঞা, উপপরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, কুমিল্লা। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মোঃ সিরাজ উদ্দিন হোসেন, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, ডিএই, কুমিল্লা। সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ আউলিয়া খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার, আদর্শ সদর কুমিল্লা।

*মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা*

# মিঠাপুকুরে ভর্তুকি মূল্যে ধান কাটার কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন বিতরণ

*প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ কম্বাইন হারভেস্টারের চাবি কৃষকের নিকট হস্তান্তর করছেন*

রংপুরে মিঠাপুকুরে অর্ধেক দামে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ধান কাটার কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন পেয়েছেন কৃষকরা। ১ মে ২০২১ মহান মে দিবসের দিনে কৃষকদেরকে এই মেশিনের চাবি হস্তান্তর করেন কৃষি বিভাগ। উপজেলার রানীপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রংপুর জেলা প্রশাসক মো. আসিব আহসান। সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক খন্দকার আব্দুল ওয়াহেদ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএমডিএ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. হানিববুর রহমান খান, বিএডিসি এর যুগ্ম পরিচালক (সার) মো. মোফাজ্জল হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মামুন ভূঁইয়া, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার ড. মুহ: রেজাউল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, রানীপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শফিকুল ইসলাম রাঙ্গা, কৃষানি তহুরা খানম প্রমুখ। এর আগে উপজেলায় আরও দুটি কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন ভতুর্কি মূল্যে কৃষকদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।

*ড. মুহ: রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর*

# যান্ত্রিকীকরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে

*শেষ পাতার পর*

জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ৫০%- ৭০% ভর্তুকিতে কৃষকদেরকে কৃষিযন্ত্র দেয়া হচ্ছে। এটি সারা বিশ্বের একটি বিরল ঘটনা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে সময় ও শ্রম খরচ কমবে। কৃষক লাভবান হবে। বাংলাদেশের কৃষিও শিল্পোন্নত দেশের কৃষির মতো উন্নত ও আধুনিক হবে। কৃষিযন্ত্রের প্রাপ্তি, ক্রয়, ব্যবহার ও মেরামত সহজতর করতে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে জানিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র তৈরি করতে চাই। বর্তমানে বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় । ইতিমধ্যে আমরা ইয়ানমার, টাটাসহ অনেক কোম্পানির সাথে কথা বলেছি, তাদেরকে অনুরোধ করেছি যাতে তারা বাংলাদেশে কৃষিযন্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করে। তিনি বলেন, যন্ত্র সরবরাহকারীদেরকে যন্ত্রের মেইনটেন্যান্সে সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা দিতে হবে। এছাড়া, কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণে জোর দেয়া হচ্ছে- যাতে তারা নিজেরাই যন্ত্র চালনা ও মেরামত করতে পারে। এ সময় কৃষিযন্ত্র প্রস্তুততকারী, নির্মাতা ও আমদানিকারকদের দেশে কৃষিযন্ত্র তৈরিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। ভর্তুকি পাওয়ার পরও যাতে কৃষক কৃষিযন্ত্র কিনতে পারে, সেজন্য কৃষককে ঋণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছেও বলে জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

> ভর্তুকি পাওয়ার পরও যাতে কৃষক কৃষিযন্ত্র কিনতে পারে, সেজন্য কৃষককে ঋণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেন, কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। একই সাথে, ফসলের নিবিড়তা বাড়বে ও সমলয়ে চাষ ত্বরান্বিত হবে। সময় বাঁচার ফলে আলাদা একটা ফসল করা যাবে। এর ফলে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। কৃষি দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়বে। কৃষির ওপর ভিত্তি করে উন্নত বাংলাদেশ হবে।

উল্লেখ্য, ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫২ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি সারাদেশে ৫০% ও হাওর-উপকূলীয় এলাকায় ৭০% ভর্তুকিতে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো: হামিদুর রহমান, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার, ব্রির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক বেনজীর আলম। এসময়, কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারী-সরবরাহকারীদের প্রতিনিধিবৃন্দ, সুবিধাভোগী কৃষক এবং সারা দেশের প্রায় ৫ শতাধিক কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি প্রকৌশলী ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

# নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে

*শেষ পাতার পর*

সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া ও গ্যাপ (GAP) শনাক্তকরণ' শীর্ষক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সার্কভুক্ত দেশসমূহে খাদ্য উৎপাদনে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে। তবে পুষ্টিকর খাবারে মানুষের কম প্রবেশযোগ্যতা এখনও উদ্বেগের কারণ হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অপুষ্টি এখনও প্রবল আকারে রয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে, ফলমূল ও শাকসবজি পুষ্টি চাহিদা পূরণে সবচেয়ে সহায়ক হতে পারে। এ কারণে সার্ক আয়োজিত ফলমূল ও শাকসবজির উপরে উত্তম কৃষি চর্চার আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি খুবই সময়োপযোগী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্কভুক্ত দেশসমূহের যৌথ প্রচেষ্টা, উত্তম কৃষি চর্চা বিষয়ে জ্ঞান বিনিময় ও সহযোগিতা গ্যাপ নীতিমালা সফলভাবে বাস্তবায়নে এবং সার্কভুক্ত দেশসমূহের বাণিজ্য বাধা দূর করতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি সহযোগিতার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে।

সার্ক কৃষি কেন্দ্রের পরিচালক ড. মোঃ বক্তীয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ভারতের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এগ্রিকালচার কমিশনার ড. এসকে মালহোত্রা, ভুটানের কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব দাশো রিনঝিন দর্জি ও সার্ক কৃষি কেন্দ্রের সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (উদ্যানতত্ত্ব) ড. নাসরিন সুলতানা বক্তব্য রাখেন। এসময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ ও বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার উপস্থিত ছিলেন।

সার্কের ৫টি আঞ্চলিক সংস্থার মধ্যে সার্ক কৃষি কেন্দ্র (এসএসি) একটি অন্যতম আঞ্চলিক সংস্থা। বাংলাদেশে অবস্থিত এই কৃষি কেন্দ্রটি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে কৃষি বিষয়ক প্রধান সমস্যা শনাক্তকরণ, নীতিমালা নির্ধারণ, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা ও মানবসম্পদ বিকাশে কাজ করে আসছে। এসএসি আয়োজিত দুই দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী সার্কভুক্ত আটটি দেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও আট দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে খ্যাতিমান প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

## কৃষিযন্ত্র কেনার জন্য কৃষককে ঋণ দেয়ার উদ্যোগ

*প্রথম পাতার পর*

সেজন্য বিভিন্ন ব্যাংক থেকে যাতে কৃষকেরা কৃষিযন্ত্র কেনায় সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারে, সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৭ মে ২০২১ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য হলো পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র তৈরি করা। বর্তমানে বেশির ভাগ যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তা আমরা কমিয়ে আনতে চাই। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত কারখানা তৈরিতে গুরুত্ব দিচ্ছি যাতে করে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারী, নির্মাতা ও আমদানিকারকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

সভায় কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারী ও আমদানিকারকরা কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে তাদের জন্য ব্যাংক ঋণ, কৃষকের জন্য ঋণ ও গ্রামের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে কৃষিযন্ত্র বিতরণের আওতায় আনার দাবি জানান।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ড. মোঃ আবদুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহসহ অন্যান্য সংস্থা প্রধানগণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক বেনজীর আলম এবং কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারী, নির্মাতা ও আমদানিকারকদের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

## সাড়ে ছয় বছর পর ইউরোপে পুনরায় পান রপ্তানি

*শেষ পাতার পর*

অব্যাহত রাখবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষিপণ্যের রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক। সে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ইউরোপসহ উন্নত দেশে অন্যান্য কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে উদ্যোগ অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে দেশে উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা (GAP) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। সারাদেশে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিষমুক্ত শাকসবজি উৎপাদন হচ্ছে। অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব থেকে সনদ দেয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া ভ্যাকুয়াম হিট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনের কাজ চলছে। ফলে আমরা আশা করছি, দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে কৃষিপণ্য বিরাট ভূমিকা রাখবে ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া, কৃষকও লাভবান হবে।

> ইউরোপে পুনরায় পান রপ্তানি শুরু; অন্যান্য কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির কাজ চলছে

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন ও বাংলাদেশ ফ্রুটস ভেজিটেবলস অ্যান্ড এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের (বিএফভিএপিইএ) সভাপতি এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন পান উৎপাদন ও রপ্তানির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক সামছুল আলম ও বিএফভিএপিইএ'রএডভাইজার মনজুরুল ইসলাম।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।*

**কৃষিবিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে**

## বরিশাল অঞ্চলে কৃষিকথার সর্বোচ্চ গ্রাহক করায় কৃষি কর্মকর্তাদের ধন্যবাদপত্র প্রদান

মাসিক কৃষিকথা পত্রিকার সর্বোচ্চ গ্রাহক দেওয়ার জন্য বরিশাল অঞ্চলের ঝালকাঠি সদরের মোঃ রিফাত সিকদার, নলছিটির ইসরাত জাহান মিলি, ভোলা সদরের মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন এবং লালমোহনের এ এফ এম শাহাবুদ্দিন ৪ জন উপজেলা কৃষি অফিসারকে ধন্যবাদপত্র প্রদান করা হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে ৩১ মে ২০২১ বরিশালের খামারবাড়িতে এ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। উল্লেখ্য, কৃষিকথা কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। উপজেলা ভিত্তিক মাসিক কৃষিকথা পত্রিকা প্রতি বঙ্গাব্দে গ্রাহক সংখ্যা পাঁচশত উপরে হলে এ সম্মাননা কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক প্রদান করা হয়।

*নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

## ফেনীতে অনুষ্ঠিত হলো তেলজাতীয় ফসলের

*প্রথম পাতার পর*

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশে তেল ফসলের চাষাবাদ এলাকা ও উৎপাদন বাড়ানো গেলে এ ক্ষেত্রের আমদানি নির্ভরশীলতা বহুলাংশে কমানো সম্ভব। এতে একদিকে যেমন বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যাবে তেমনি ভোজ্যতেলের বাজারেও স্থিতিশীলতা আসবে। অর্থকরী ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকও বেশ লাভবান হবেন। উৎপাদিত ফসল থেকে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতেও আসবে গতিশীলতা।

ডিএই চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মঞ্জুরুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মোঃ জসীমউদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাঁচটি জেলায় কর্মরত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, গবেষক এবং তেল ফসল উৎপাদনকারী কৃষক প্রতিনিধিসহ শতাধিক অংশগ্রহণ করেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

## *পুষ্টি কর্নার ঃ ডেউয়া*

*সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা*

ডেউয়া একটি ভিটামিন 'সি' ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফল। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম ডেউয়াতে মোট খনিজ পদার্থ ০.৮ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭ গ্রাম, শর্করা ১৩.৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.১৫ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ১৩৫ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে।

# কৃষি সম্প্রসারণ বার্তা

৪৫তম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা
❑ জ্যৈষ্ঠ-১৪২৮ বঙ্গাব্দ; মে-জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

*ইউরোপে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন পান রপ্তানি কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

## সাড়ে ছয় বছর পর ইউরোপে পুনরায় পান রপ্তানি শুরু

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে সাড়ে ছয় বছর পর ইউরোপে পুনরায় পান রপ্তানি শুরু হয়েছে। ২৬ মে ২০২১ সকালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ঢাকার শ্যামপুরে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে 'ইউরোপে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন পান রপ্তানি' কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফ্রুটস ভেজিটেবলস অ্যান্ড এলাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফভিএপিইএ) ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রথম চালানে রপ্তানি হচ্ছে এক মেট্রিক টন পান।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের নিরলস উদ্যোগের ফলে ইউরোপে পান রপ্তানি আবার শুরু হয়েছে। এটি খুবই আশার কথা। ভবিষ্যতে পান রপ্তানি যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রণালয় উদ্যোগ

*এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*

## যান্ত্রিকীকরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো ঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ফলে, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে যাচ্ছে ও যান্ত্রিকীকরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ বছরে বোরোতে ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় দ্রুততার সাথে সফলভাবে ধান ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৪ জুন ২০২১ সোমবার রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের'

*এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১*

*সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

*অনলাইনে সার্ক কৃষি কেন্দ্র আয়োজিত 'ফলমূল ও শাকসবজির সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া ও গ্যাপ (GAP) শনাক্তকরণ' প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

## নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে দেশে উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা (জিএপি) প্রণীত হয়েছে; যা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় উত্তম কৃষি চর্চার ক্যাটাগরি, সার্টিফিকেশন, টেস্টিং, মনিটরিং, রিপোর্টিং ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা থাকবে। এর মাধ্যমে ট্রেসেবিলিটি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৪ মে ২০২১ মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষ থেকে অনলাইনে সার্ক কৃষি কেন্দ্র (এসএসি) আয়োজিত এবং কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (কিউসিআই) এর সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী 'ফলমূল ও শাকসবজির

*এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩*


সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, সহকারী সম্পাদক : মো. মনজুরুল ইসলাম মিন্টু
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd